অতিরিক্ত
পৃষ্ঠা

50-B

শিক্ষা বিভাগের উন্নয়ন

৯-এর পাতার পর

টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে যাহা শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দের ৪৫.৯৮ শতাংশ। প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে ৬৪৪.২১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত 'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন (জাতীয়) শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হইল- (ক) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তির হার ১৯৯০ সালে ৭০% উন্নীত করা; (খ) ১৯৮৫ সালে ভর্তিকৃত শিশুদের অধিকাংশে যাহাতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিতে পারে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, এবং (গ) উন্নতমানের ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার আভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এই প্রকল্পের অধীনে চলতি পরিকল্পনা মেয়াদে ৭৩৫৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৩,৬২১টি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ, ৪৯৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত, বিনামূল্যে সকল শ্রেণীর শিশুদেরকে বই সরবরাহ এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী। ১৯৮৯-৯০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অধীনে পূর্বতন বৎসরের ২১১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ ৫২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১৫.২৬% ভাগ পুনঃ নির্মাণ কাজ, ১৩৪.০০ লক্ষ সেট বই বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে মুদ্রণের কাজ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তাহাছাড়া শিক্ষা উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইতেছে। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের কাজ অব্যাহত রাখা হইয়াছে। ১৯৮৯-৯০ সালে ছাত্র সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১১৪.৩০ লক্ষ। ইহার লক্ষ্যমাত্রা ১৫২.৬০ লক্ষ ধার্য করা হইয়াছিল। মেয়েদের ভর্তি হার বর্তমানে ৩৩.০১%-এ দাঁড়াইয়াছে। ১৯৮৮ সালে এই হার ছিল ৩২.৪৯%। স্কুলত্যাগী ছাত্র-ছাত্রীর হার ১৯৮৯ সালে ০.৯% নামিয়া আসিয়াছে। ১৯৮৮ সালে এই হার ছিল ১১.০০%।

১৯৮৮ সালে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৪২০৫টি (সরকারী অনুমোদনহীন) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরা হয় নাই। ইহার মধ্যে সরকারী ৩৭৩৪১টি এবং বেসরকারী সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা উপখাতে মোট ২৯৭ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

১৯৮৯-৯০ অর্থ বৎসরে ৫টি প্রকল্পের জন্য মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৪৩৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এই অর্থ বৎসরে ডিসেম্বর ১৯৮৯ পর্যন্ত ৬৩৩০.২২ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে।

মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা ঃ

চলতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার জন্য ২২৯.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হইয়াছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়সমূহে বাস্তব সুবিধাদির উন্নয়ন ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করিয়া কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির চাপ হ্রাস করিবার প্রয়াসে এবং জেলা সদরের

৫-এর পাতায় দেখুন